



73007 - ভালবাসা দবিস উদযাপন করার বধিান

প্রশ্ন

ভালবাসা দবিসরে বধিান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

বশ্বি ভালবাসা দবিস পালন একটি রোমান জাহলে উৎসব। রোমানরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও এ দবিস পালনরে প্রথা অব্যাহত রাখে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্রির মৃত্যুদণ্ডরে সাথে এ উৎসবটি সম্পৃক্ত। বধির্মীরা এখনো এ দবিসটি পালন করে, ব্যভচার ও অনাচাররে মধ্যে তারা এ দবিসটি কাটিয়ে থাকে।

দুই:

কোন মুসলমানরে জন্য কাফরেদরে কোন উৎসব পালন করা জায়যে নয়। কেনো উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় বশিয়। এ ক্ষত্রে শরয়ি নরিদশেনার এক চুল বাইরে যাওয়ার সুযোগ নহে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলনে: উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় অনুশাসন, ইসলামী আদর্শ ও ইবাদতরে অন্তর্ভুক্ত। য়ে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তোমাদরে প্রত্যকেকে আমি আলাদা শরয়িত ও মনিহাজ (আদর্শ) দয়িছে”। তনি আরও বলনে: “প্রত্যকে উম্মতরে জন্য রয়ছে আলাদা শরয়িত দয়িছে; যা তারা পালন করে থাকে” য়মেন- কবিলা, নামায়, রোজা। অতএব, তাদরে উৎসব পালন ও তাদরে অন্যসব আদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। কারণ তাদরে সকল উৎসবকে গ্রহণ করা কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। তাদরে কছি কছি জনিসি গ্রহণ করা কছি কছি কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। বরং উৎসবগুলো প্রত্যকে ধর্মে স্বতন্ত্র বশেষ্ট্য এবং ধর্মীয় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, এটি গ্রহণ করা মানে কুফররে সবশিষে অনুশাসন ও সবচয়ে প্রকাশ্য আলামতরে ক্ষত্রে তাদরে অনুসরণ করা। কোন সন্দহে নহে য়ে, এ ক্ষত্রে তাদরে অনুকরণ করা মানে কুফররে অনুকরণ করা।

এর সর্বনমিন অবস্থা হছে- গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দকি ইঙগতি দয়ি বলনে: “নশিচয় প্রত্যকে কওমরে উৎসব রয়ছে। এটা হছে আমাদরে ঈদ বা উৎসব”। এটি য়নার (জমিদরে বশিষে পোশাক) বা এ বজিতদরে বশিষে কোন আলামত গ্রহণ করার চয়ে অধিক নকিষ্ট। কেনো এ ধরনে আলামত কোন ধর্মীয় বশিয় নয়; বরং এ পোশাকরে



উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুমনি ও কাফরেরে আলাদা পরচয়ি ফুটয়ি তেলো। পক্ষান্তরে তাদরে উৎসব ও উৎসব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একান্ত ধর্মীয়; য়ে ধর্মকে ও ধর্মাবলম্বীকে লানত করা হয়ছে। সুতরাং এ ধরনের ক্ষত্রে তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা আল্লাহর আযাব ও গজব নাযলিরে কারণ হতে পারে।[ইকতদিউস সরিতলি মুস্তাকমি ১/২০৭]

তনি আরও বলনে: “কোন মুসলমানরে জন্য তাদরে উৎসবরে সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কছির ক্ষত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। য়মেন, খাবার দাবার, পোশাকাদি, গোসল, আগুন জ্বালানো অথবা এ উৎসবরে কারণে কোন অভ্যাস বা ইবাদত বর্জন করা ইত্যাদি। এবং কোন ভোজনুষ্ঠান করা, উপহার দেওয়া, অথবা এ উৎসব বাস্তবায়নে সহায়ক এমন কছির বচোবকিরি করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে তাদরে উৎসবে শিশুদেরকে খেলতে যতে দেওয়া এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়যে নয়।

মোদদাকথা, বধিরমীদরে উৎসবরে নদির্শন এমন কছিতে অংশ নয়ো মুসলমানদরে জন্য জায়যে নয়। বরং তাদরে উৎসবরে দনি মুসলমানদরে নকিট অন্য সাধারণ দনিরে মতই। মুসলমানরো এ দনিটিকে কোনভাবে বিশেষত্ব দবিং না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/১৯৩)]

হাফযে যাহাবী বলনে: খ্রিস্টানদরে উৎসব বা ইহুদদেরে উৎসব যটো তাদরে সাথে খাস এমন কোন উৎসবে কোন মুসলমান অংশ গ্রহণ করবে না। য়মেনভাবে কোন মুসলমান তাদরে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ও কবিলাকে গ্রহণ করে না।[তাশাব্বুহুল খাসসি বি আহললি খামসি, মাজাল্লাতুল হকিমা (৪/১৯৩)]

শাইখুল ইসলাম য়ে হাদসিটির প্রতি ইঙগতি করছেনে সে হাদসিটি সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়ছে। তনি বলনে: একবার আবু বকর (রাঃ) আমার ঘরে এলনে। তখন আমার কাছে আনসারদেরে দুইটি বালিকা ছিল। বুআসরে দনি আনসারণ য়ে পংক্তমিলা বলছেলি তারা সগেলো দিয়ে গান গাইছিলি। আয়শো (রাঃ) বলনে: ময়ে দুইটি গায়িকা ছিল না। তা দেখে আবু বকর (রাঃ) বললনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ঘরে শয়তানরে বীনা! সদিনে ছিল ঈদেরে দনি। তাঁর কথা শুননে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: হে আবু বকর, প্রত্যকে জাতরি উৎসব থাকে। এটা আমাদের উৎসবরে দনি।

সুনানে আবু দাউদ এ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়ছে। তনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনীয় আগমন করলনে তখন মদনীবাসী বিশেষে দুইটি দনি খেলোধুলা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: এ দুইটি দনিরে হাককিত কি? তারা বলল: জাহলৌ যুগে আমরা এ দুইটি দনি খেলোধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: “নশিচয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ দুইটি দনিরে চয়ে উত্তম দুইটি দনি দিয়েছেনে। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফতির।” আলবানী হাদসিটিকে সহহি বলছেনে। এটি প্রমাণ করে ঈদ বা উৎসব প্রত্যকে জাতরি একটা স্বতন্ত্র বশেষিট্য। সুতরাং কোন জাহলৌ উৎসব বা মুশরকিদরে উৎসব পালন করা জায়যে নয়।

ভালবাসা দবিস পালন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ ফতোয়া দিয়েছেনে:



১। এ বিষয়ে শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রশ্নটিনিম্নরূপ:

-সম্প্রতি ভালবাসা দবিস উদযাপন করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করেছে; বিশেষতঃ ছাত্রীদের মাঝে। এটি একটি খ্রিস্টান উৎসব। এ দিনে লাল বশে ধারণ করা হয়। লাল পোশাক ও লাল জুতা পরিধান করা হয়। লাল ফুল বনিমিয় করা হয়। আমরা এ ধরণে উৎসব পালন করার শরয়ি বিধান জানতে চাই এবং এ ধরণে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য দকি নরিদশেনা প্রত্যাশা করছি? আল্লাহ আপনাকে হফোযত করুন।

তিনি উত্তরে বলেন: ভালবাসা দবিস পালন নম্নিক্ত কারণে জায়যে নয়

এক. এটি একটি বিদআতি উৎসব; শরয়িতে এর কোন ভিত্তি নাই।

দুই. এটি মানুষকে অবধৈ প্রমে ও ভালবাসার দকি আহ্বান করে।

তনি. এ ধরণে উৎসব মানুষের মনকে সলফে সালহেনিদের আদর্শেরে পরপিন্থী অনর্থক কাজে ব্যতবিযস্ত রাখে।

সুতরাং এ দিনেরে কোন একটি নিদির্শন ফুটিয়ে তোলা জায়যে হবে না। সনে নিদির্শন খাবার-পানীয়, পোশাকাদি, উপহার-উপঢ়কন ইত্যাদি য়ে কোন কছির সাথে সংশ্লষ্টি হোক না কনে।

মুসলমানেরে উচতি তার ধর্মককে নিয়ে গর্ববোধ করা। গড়্ডালকি প্রবাহে গা ভাসয়ি না দয়ো। আমি আল্লাহর কাছ্বে দুআ করি তনি যনে মুসলমি উম্মাহককে প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফতিনা থেকে হফোযত করনে এবং তনি যনে আমাদরে অভভাবকত্ব গ্রহণ করনে, আমাদরে তাওফকি দান করনে।[শাইখ উছাইমীনরে ফতওয়াসমগ্র (১৬/১৯৯)]

২। ফতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জজিঞসে করা হয়েছিল: কছি কছি মানুষ প্রতি বছর ঈসায়ী সনরে ১৪ ফব্বেরুয়ারি ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইনস ডে) পালন করে থাকে। এ দিনে তারা লাল গলোপ বনিমিয় করে, লাল পোশাক পরিধান করে, একে অপরকে শুভচ্ছা বনিমিয় করে। কছি কছি মষ্টিরি দোকান লাল রঙরে মষ্টিটি তরৌ করে, এর উপরে 'লাভ চহিন' অংকন করে। কছি কছি দোকান এ দিনেরে জন্য তরৌ বিশিষে বিশিষে সামগ্রীগুলোর বজিঞপন প্রচার করে থাকে। সুতরাং নম্নিক্ত বিষয়ে আপনাদরে অভমিত ক:

এক: এ দিনটি পালন করার বিধান ক?

দুই: এ দিন উদযাপনকারী দোকান থেকে কনোকটি করার বিধান ক?

তনি: এ দিনে যারা উপহার বনিমিয় করে থাকে তাদরে কাছ্বে এসব উপকরণ বক্রি করার বিধান ক?



উত্তরে তারা বলেন: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল ও সলফে সালহেনিরে ইজমার ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি। ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া যত উৎসব আছে সে উৎসব কোন ব্যক্তকিনেদ্রকি হোক, দলকনেদ্রকি হোক, কোন ঘটনাকনেদ্রকি হোক অথবা বিশেষ কোন ভাবাবেগকনেদ্রকি হোক সেগুলো বদিআত। মুসলমানদের জন্য সসেব উৎসব পালন করা, তাতে সম্মতি দিয়ে, এ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা অথবা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করা নাজায়যে। কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের শামলি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজ আত্মার উপরই জুলুম করে। এর সাথে এ উৎসব যদি কাফরেদের উৎসব হয়ে থাকে তাহলে এটি এক গুনাহর সাথে আরও একটি গুনাহর সম্মিলন। কারণ এ উৎসব পালনের মধ্যে কাফরেদের সাথে সাদৃশ্য ও তাদের সাথে মত্বিতা গ্রহণের বাস্তবতা পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও তাদের মত্বিতা গ্রহণ থেকে নিষেধে করছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত”। ‘বিশ্বি ভালবাসা দবিস’ সম্পর্কে বলা হয়- এটি পটৌতলকি ও খ্রিস্টান ধর্মের উৎসব। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের জন্য এ দবিস পালন করা, এটাকে সমর্থন করা অথবা এ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বনিমিয় করা জায়যে হব না। বরং মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং আল্লাহর গজব ও শাস্তির কারণসমূহ থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে এটি বর্জন করা এবং এর থেকে দূরে থাকা। অনুরূপভাবে এ গ্রহিত দবিস উদযাপনে কোন ধরনের সহযোগিতা করা থেকে বঁচে থাকা। যমেন-পানাহার, বচোবকিরি, কনোকাটা, পণ্যপ্রস্তুত, উপহার বনিমিয়, পত্র বনিমিয়, বজিঞাপন প্রদান ইত্যাদি যে কোন প্রকারের সহযোগিতা হোক না কেন সসেব থেকে বঁচে থাকা। কারণ এ ধরনের সহযোগিতা গুনাহর কাজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ২] একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা; বিশেষতঃ ফতিনা-ফাসাদের সময়। মুসলমানের উচিত যাদের উপর আল্লাহ লানত পড়ছে, যারা পথভ্রষ্ট, যারা পাপাচারী- আল্লাহকে সম্মান করে না, ইসলামের সম্মান চায় না এ সকল মানুষেরে বিভিন্নভাবে ব্যাপারে সচতেন থাকা। মুসলমানেরে দায়িত্ব আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়ে তাঁর নিকট হদৌয়তেরে জন্য ও এর উপর অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কোন হদৌয়তেদাতা নহে, তিনি ছাড়া অটল রাখার কটে নহে। তিনি পবিত্রময়, তিনিই তাওফিকিদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত।

৩। শাইখ জবিরীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল

আমাদের যুবক-যুবতীর মাঝে ভালবাসা দবিস (ভ্যালনেটাইন ডে) পালনের রেওয়াজ বস্তিতার লাভ করেছে। ভ্যালনেটাইন হচ্ছে একজন পাদ্রির নাম। খ্রিস্টানরো এ পাদ্রিকে সম্মান করে থাকে এবং প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ এ দবিসটি উদযাপন করে, উপহার-উপঢৌকন ও লাল গোলাপ বনিমিয় করে থাকে, লাল রঙের পোশাক পরিধান করে থাকে। এ দবিসটি পালন করার



শরয়ি বিধান কী? অথবা এ দিনে উপহার বনিমিয় ও আনন্দ প্রকাশ করার বিধান কী?

জবাবে তিনি বলেন:

এক. এ ধরণে বদিআত উৎসব পালন করা নাজায়যে। এটি নিবউদ্ভাবতি বদিআত। শরয়িতে এর কোন ভিত্তি নাই। এটি আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিধানের আওতায় পড়বে যে হাদিসে এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীন বা শরয়িতের মধ্যে এমন কিছু চালু করবে যা এতে নাই সটে প্রত্যাখ্যাত।”

দুই. এ দবিস পালনের মধ্যে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, তারা যে বিষয়কে মর্যাদা দিয়ে সটোক মর্যাদা প্রদান, তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান দেখানো এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার অর্থ পাওয়া যায়। হাদিসে এসছে- “যে ব্যক্তি বিজাতদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত।”

তিনি. এ দবিস পালনের মধ্যে অনেকে ক্ষতিকর ও গরহতি বিষয় রয়েছে। যমেন- খলোতামশা করা, গান করা, বাঁশী বাজানো, গটির বাজানো, বপের্দা হওয়া, বহোয়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশো, গায়রে মোহরমে পুরুষের সামনে নারীদের প্রদর্শনী ইত্যাদি হারাম কাজ এবং ব্যভচারের উপকরণ ও সূচনাগুলো এ উৎসবে ঘটে থাকে। এটাকে জায়যে করার যুক্তি হিসেবে চিত্ত বনোদনের যে কারণ দর্শানো হয় বা রক্ষণশীল থাকার দাবী করা হয় সটো অমূলক। যে ব্যক্তি নিজেরে কল্যাণ চায় তার উচতি গুনাহর কাজ ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

তিনি আরও বলেন:

অতএব, যদি বক্রিতো জানতে পারে যে, করতো এ উপটোকন ও গোলাপ ফুল কনি এ দবিস উদযাপন করবে, কাউকে উপহার দবি অথবা এ দবিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তাহলে করতোর কাছে এগুলো বক্রি করা নাজায়যে; যাতে করে বক্রিতো এই বদিআত সম্পাদনকারী ব্যক্তির সাহায্যকারী হিসেবে সাব্যস্ত না হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।